



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৬৪/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৬৪/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	i
অধ্যায়-০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৪
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	৭-৮
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-৩১
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৭-৫১

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১১টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৩/৩/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। দি বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার-১৯৭২, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৬, মোতাবেক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক অঙ্গীভূতকরণ এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের জন্ম হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তরে ৩ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখে “সোনালী ব্যাংক লিমিটেড” পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ মোতাবেক ৫ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে “Vendor Agreement” সম্পাদনপূর্বক ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখ হতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বিক্রয় চুক্তি (Vendor Agreement) স্বাক্ষরের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পূর্বতন সোনালী ব্যাংকের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পদ, দায়, সুযোগ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দেনা, কর্ত্ত এবং দায়দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে। ৪৬টি প্রিন্সিপাল অফিস, ১৬টি রিজিওনাল অফিস, ১১টি জিএম অফিস, ৩২টি কর্পোরেট শাখা ও ৪৫টি এডি শাখাসহ দেশের অভ্যন্তরে ১২০৯টি এবং দেশের বাইরে ০২টি শাখাসহ মোট ১২১১টি শাখা নিয়ে বর্তমানে এটি দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ ও অগ্রিম প্রদান ছাড়াও সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
২.	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৫
৩.	মহাব্যবস্থাপক	৩০
৪.	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১৪৬
৫.	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৩৭২
৬.	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	১,২৭৪
৭.	প্রিন্সিপাল অফিসার	২,৭৯৩
৮.	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৫,৩৪৬
৯.	অফিসার ও সমমান	১২,৯৩৭
মোট =		২২,৯০৮

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

- আমানত ব্যবস্থাপনার সুসমন্বয়করণ;
- অধিক পরিমাণে গুণগত ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ এবং আদায়;
- শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে আদায়;
- স্বল্পতম সময়ে মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ;
- প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান;
- মুনাফা বৃদ্ধির দ্বারা শক্তিশালী মূলধন ভিত গঠন;
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি লেনদেন সহজীকরণ।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ইউনিটসমূহের ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরে নিম্নবর্ণিত আর্থিক কার্যক্রমের উপর নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্প ঋণ;
- প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ;
- সিসি (হাইপোঃ);
- সিসি (প্লেজ);এস এম ই;
- কৃষি ঋণ;
- ঋণ পত্র (Letter of Credit);
- Loan Against Trust Receipt (LTR);
- ঋণ পুনঃতফসিলকরণ;
- ঋণ নবায়ন;
- ঋণের সুদ মওকুফ।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

আর্থিক কার্যক্রম।

অডিট কৌশল :

আর্থিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে:

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

১৫/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ১৬/০৩/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট কালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১১টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৫৪৬,৮১,০৮,২৮১ (পাঁচশত ছেচল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ আট হাজার দুইশত একাশি) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, এর লঙ্ঘন;
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করা;
- ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সুদ মওকুফসহ ঋণ পুনঃতফসিল করা;
- ঋণের সুদ অনিয়মিতভাবে আয় খাতে হিসাবভুক্তকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও সার্কুলার অনুসরণ না করা;
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্প যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নের সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে না পারা;
- ঋণ আদায়ে যথাযথ তদারকি না করা;
- গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তদারকির অভাবে তা আদায় করতে না পারা;
- গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আছে কিনা তা ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে যথাযথভাবে যাচাই না করা;
- সহজামানত ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুরি ও নবায়ন করা;
- সহজামানতের অতিমূল্যায়ন করে ঋণ মঞ্জুর করা;
- খেলাপি ঋণ আদায়ে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১.	Acceptance	Commitment to pay Against LC	১. ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২.	BRPD	Banking Regulation and Policy Department	বিআরপিডি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিভাগ। উক্ত বিভাগ হতে ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্কুলার জারি করা হয়।
৩.	BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গ্রহীত কার্যক্রম।
৪.	CC (HYPO)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা ঋণগ্রহীতের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৫.	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)।
৬.	CF	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund. Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৭.	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৮.	DP	Down Payment	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণগ্রহীতের সপক্ষে ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়।
৯.	FL	Funded Liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়।
১০.	IBP	Inland Bill Purchase	
১১.	LC	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১২.	LTR	Loan Against Trust Receipt	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
১৩.	Non-funded Liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আর্ন্তজাতিক ঋণ। যেমন:- ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
১৪.	NIA-1881	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গ্রহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
১৫.	SMA	Special Mention Account	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা অশ্রেণিকৃত ঋণের প্রকার।
১৬.	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

১৭.	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে গ্রাহকের অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
১৮.	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
১৯.	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২০.	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও একই গ্রাহকের একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করায় ঋণের টাকা অনাদায়ি	১০০,৮৩,৯৮,৮৯০
২.	নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গ্রাহককে ঋণ প্রদান, প্রকল্প জমি অতিমূল্যায়ন এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না করায় অনাদায়ি	২১,৩০,১০,৩৩১
৩.	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় না করায় অনাদায়ি	১৭,৭০,৩১,১৭৮
৪.	মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের টাকা অনাদায়ি	১৮,০১,৫৫,৬৯৪
৫.	ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে এলটিআর সুবিধা প্রদান এবং নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও এলটিআর ঋণ সুবিধাকে ব্লক ঋণে রূপান্তর করে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের অনুমোদন	২৫২,০৮,০০,০০০
৬.	সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লক সুবিধা প্রদানের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও বাতিলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অনাদায়ি	৮৪,৬১,২০,৮৮৯
৭.	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি	১৭,৭৮,৫৭,০৮০
৮.	প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি	২৬,৪৭,১৬,৬৩৯
৯.	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে গৃহ নির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি	৮০,৭৪,০৯৪
১০.	অনিয়মিতভাবে মর্টগেজ সম্পাদন এবং প্লেন্ড গুদামের মালামাল সরানোর ফলে ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ি	২,১০,৬৭,৯১৯
১১.	কৃষি খামার কর্মসূচির আওতায় মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প এবং চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) ঋণ তদারকির অভাবে মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ি	৫,০৮,৭৫,৫৬৭
সর্বমোট=		৫৪৬,৮১,০৮,২৮১
কথায় : (পাঁচশত ছেচল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ আট হাজার দুইশত একাশি) টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও একই গ্রাহকের একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করায় ঋণের অনাদায়ি ১০০,৮৩,৯৮,৮৯০ (একশত কোটি তিরিশি লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত নব্বই) টাকা ।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও একই গ্রাহকের একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করায় ঋণের অনাদায়ি রয়েছে ১০০,৮৩,৯৮,৮৯০ টাকা ।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনাল অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের ১৭/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র হতে দেখা যায় স্থানীয় কার্যালয়ের কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন ডিপার্টমেন্ট এর গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেসার্স আল আসাদ এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড এর নামে ০১/১০/২০০৮ খ্রি. তারিখে ৮৬,০৫,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ এবং ১৭/০৭/২০০৬ খ্রি. তারিখে ৩০,০০,০০০ টাকা প্রকল্পে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । কিন্তু গ্রাহক প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর কখনো যথাযথভাবে উৎপাদনে যেতে পারেনি বলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয় । তথাপিও একই মালিকের আল-আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর নামে ২১/০৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে ১৫,০০,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । উক্ত ঋণটি বর্ধিত করে ২৩/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে ২৩,৭২,০০,০০০ টাকা, ৮/৬/২০১৪ খ্রি. তারিখে ৩৩,১৫,০০,০০০ টাকা এবং ৫/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে ৪১,২৮,০০,০০০ টাকায় অনুমোদন দেয়া হয়, অর্থাৎ মাত্র ২ বছরের মাথায় ঋণটি তিনধাপে বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রায় তিন গুণ করা হয়, যা ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত ।

২৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নং ৪৫৩ এর মাধ্যমে মেসার্স আল আসাদ এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড প্রকল্প ঋণের ত্রৈমাসিক কিস্তি ১১,০৫,০০০ টাকা করে ডিসেম্বর/২০১৫ খ্রি. এর পরিবর্তে ডিসেম্বর/২০১৬ খ্রি. মাস হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয় । উক্ত শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৯টি কিস্তিতে ৯৯,৪৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য । পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক কিস্তির কোন টাকা আদায় হয়নি ফলে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণের ১,৪৩,৯৮,৭৪৯ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে । প্রকল্পটি আধুনিকায়নের জন্য পুনরায় নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা (কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ) এর পত্র নং-স্থাকা/কৃষিপ্রঅডি/আল আসাদ এগ্রো/২২২০, তারিখ: ০৭/১২/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে ১০(দশ) বছর মেয়াদি বিএমআরই ঋণ বাবদ ৭,১১,৩৭,০০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । মঞ্জুরির শর্ত নং ০৩ মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় না করায় ২৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ঋণটির মেয়াদ ২৪ মাস বৃদ্ধি করে ৩৫,২২,০০০ টাকা কিস্তি করে ১ম কিস্তি ৩১/১২/২০১৬ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয় । উক্ত শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৯টি কিস্তিতে ৩,১৬,৯৮,০০০ টাকা আদায়যোগ্য । পুনঃতফসিলের শর্ত নং ০১ মোতাবেক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবে পর পর ২টি কিস্তি অনাদায়ি হলে আলোচ্য পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে । কিস্তির কোন টাকা আদায় হয়নি ফলে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণের ১১,২০,২৩,৫৯৩ টাকা মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হয়েছে ।

১৭/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র হতে আরো দেখা যায়, প্রকল্পটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য ২২/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্পে অতিপ্রকল্প ঋণ-১ বাবদ ৪,১৮,৬০,০০০ টাকা ও ২৬/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে অতিপ্রকল্প ঋণ-২ বাবদ ২,৯৫,২৫,০০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয় । উক্ত টাকা শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনাদায়ি (৬,১২,৪০,৩১৯+ ৪,১৮,৮৫,১০০) বা ১০,৩১,২৫,৪১৯ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত । এছাড়াও প্রকল্পে চলতি মূলধন ঋণ অনুমোদন করা হয় । শর্ত মোতাবেক আদায় না হওয়ায় উক্ত ঋণের ১৮,২৩,৯৩,০৫৫ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত ।

উপরোক্ত অনিয়মের কারণে গ্রাহকের দুটি প্রকল্পের (৪১,৩২,১৩,৫৫৪+৫৯,৫১,৮৫,৩৩৬) বা ১০০,৮৩,৯৮,৮৯০ টাকা অনাদায়ি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০১) ।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ০৩ এর লঙ্ঘন ।
- পুনঃতফসিলের শর্ত নং ০১ লঙ্ঘন ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ গ্রহীতা আল-আসাদ এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড এর বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয় । মামলায় ৩০/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে ব্যাংকের পক্ষে রায়/ডিক্রী হয়েছে । ঋণ গ্রহীতা আল-আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয় ।

- উল্লিখিত বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ উত্থাপিত অনিয়মের বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। প্রথম প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও একই মালিকানাধীন অন্য একটি প্রকল্পে নতুন ঋণ বিনিয়োগের অনুমোদন এবং প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ক্রমান্বয়ে একাধিক ঋণ অনুমোদনের মাধ্যমে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিভাগীয় কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গ্রাহককে ঋণ প্রদান, প্রকল্প জমি অতিমূল্যায়ন এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না করায় ২১,৩০,১০,৩৩১ (একুশ কোটি ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত একত্রিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গ্রাহককে ঋণ প্রদান, প্রকল্প জমি অতিমূল্যায়ন এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না করায় ২১,৩০,১০,৩৩১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয়ের কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন ডিপার্টমেন্ট এর গ্রাহক মেসার্স টিউলিপ প্লাস্ট (প্রাঃ) লিমিটেডের প্রকল্প ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র, ব্যাংক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রাহকের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাকা/কৃষিপ্রঅডি/১৮৬১; তারিখ: ২০/১১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রাক্কলিত মোট স্থায়ী ব্যয় ৩৪৩৬.৪০ লক্ষ টাকার ৪৫:৫৫ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১৮ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৮ (আট) বছর মেয়াদে ১৫% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্প ঋণ বাবদ ১৫,৪৬,৩৮,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ক্রেডিট পলিসি এন্ড ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি-২০১৫ এর ১.২.১ (গ) মোতাবেক প্রকল্প ঋণের গ্রাহকের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কে উদ্যোক্তার প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিন্তু গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের পণ্য উৎপাদন শিল্প কলকারখানা পরিচালনা সম্পর্কে উদ্যোক্তার প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তথাপিও উক্ত নীতিমালা পরিপন্থীভাবে বর্ণিত ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্থাকা/কৃষিপ্রঅডি/টিউলিপ প্লাস্ট/১৬৭; তারিখ: ২৪/০৫/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ হিসাবের গ্রেস পিরিয়ড ১৮ মাস হতে আরো ১৮ মাস বৃদ্ধি করে ৩৬ মাসে উন্নীত করা হয় এবং প্রকল্প ঋণ ও আইডিসিপি হিসাবের ১ম কিস্তি ৩১ মে, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে আদায়যোগ্য। প্রকল্প ঋণ হিসাবের ১,৪২,০৭,০০০ টাকা ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং আইডিসিপি হিসাবের ৬,০০,০০০ টাকা ৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ বাবদ ৭টি কিস্তি বাবদ ৯,৯৪,৪৯,০০০ টাকা এবং আইডিসিপির ৪টি কিস্তি বাবদ ২৪,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে কোনো টাকাই আদায় করতে পারেনি। যা উক্ত পত্রের শর্তের লঙ্ঘন। ফলে গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক লেজার স্থিতি অনুযায়ী সুদাসলে ২১,৩০,১০,৩৩১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

এছাড়াও ঋণ নথি যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

ঋণের প্রথম কিস্তি মার্চ/২০১৪ খ্রি. তারিখে বিতরণ করা হলেও উদ্যোক্তাগণ অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভূমি ও পূর্তকাজ শেষ না করা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমোদন ও উক্ত খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন পূর্বে আমদানিকৃত সকল যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল কমছে ও যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমান্বয়ে মরিচায়ুক্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের যে জমি জামানত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, উক্ত জমিটি গ্রাহক কর্তৃক ০৭/০৩/২০১১ খ্রি. তারিখে ৪৩,১৭,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। মূল্যায়নকারী ২০/০৮/২০১৩ খ্রি. তারিখে মৌজারেট ও দলিল মূল্য বিবেচনায় না এনে জমির মূল্য দলিল মূল্যের প্রায় ৪(চার) গুণেরও বেশী অর্থাৎ ১,৮০,০০,০০০ টাকা মূল্যায়ন করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত জামানত অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০২)।

অনিয়মের কারণ :

ক্রেডিট পলিসি এন্ড ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসি-২০১৫ এর ১.২.১ (গ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ গ্রহীতা/ টিউলিপ প্লাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জমি বেচাকেনার তথ্য সংগ্রহ করে বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে উক্ত সম্পত্তি মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অনিয়মিতভাবে ঋণের অর্থ বিতরণ ও প্রকল্প সম্পন্ন না হওয়ার ব্যাপারে জবাব প্রদান করা হয়নি। সহজামানত সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের কথা উল্লেখ করা হলেও মৌজারেট বা দলিলমূল্য বিবেচনায় আনা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় না করায় ১৭,৭০,৩১,১৭৮ (সতেরো কোটি সত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত আটাত্তর) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় না করায় ১৭,৭০,৩১,১৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয়ের শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন ডিপার্টমেন্ট এর গ্রাহক মেসার্স এক্সিলেন্ট ফুটওয়্যার লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাহকের অনুকূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- স্বাকা/শিপ্রঅডি/৫৩৮(২); তারিখ: ০৫/০৪/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে মোট স্থায়ী ব্যয় ১৯১২.০০ লক্ষ টাকার ৫০:৫০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১৮ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৮(আট) বছর মেয়াদে ১৩% হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্র বৃদ্ধি হারে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৯,৫৬,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬ মোতাবেক জানুয়ারি/২০১৭ খ্রি. হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৫৬,৮৩,০০০ টাকা করে কিস্তি আদায়যোগ্য। শর্ত মোতাবেক জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ৪টি কিস্তি বাবদ ২,২৭,৩২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু যথাযথ তদারকি না থাকায় গ্রাহকের নিকট উক্ত সময়ে ব্যাংক কোনো টাকা আদায় করতে পারেনি। ফলে ঋণটি মন্দ/ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত।

বিআরপিডি সার্কুলার ১৫, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি., ক্রমিক নং ০৮(এ) মোতাবেক কোন ঋণ পুনঃবিন্যাস করতে হলে ঋণটি হতে হবে অশ্রেণিকৃত বা এসএমএ। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণটি শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত সার্কুলার লঙ্ঘন করে খেলাপি ঋণটি ০৭/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে পুনঃবিন্যাস করা হয়, যা উক্ত সার্কুলারের লঙ্ঘন। উক্ত পুনঃবিন্যাসের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলে ১৮/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ১ম পুনঃতফসিল করা হয় এবং পুনঃতফসিলের শর্ত নং-০১ মোতাবেক ১ম কিস্তি ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি. হতে ৬৩,৮৯,০০০ টাকা করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে পুনঃতফসিলের পর হতে ১০/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কোনো টাকা আদায় হয়নি।

মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত নং-০৭(২) এ বলা হয়েছে চলতি মূলধন ঋণ প্রস্তাবের সময় কমপক্ষে ১০(দশ) কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির দলিলাদি/কাগজপত্রাদি শাখায় দাখিল করতে হবে। উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে গ্রাহকের নামে শাখার পত্র নং- স্বাকাঃ/ শিপ্রঅডি/ এক্সিলেন্ট ফুটওয়্যার/৮৫২; তারিখ: ০৪/১০/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের নামে ৫,৫০,০০,০০০ টাকা সিসি (হাইপোঃ) এবং ২০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে প্রদানকৃত চলতি মূলধন ঋণের কোনো টাকাই শাখা কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি।

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক সহজামানত গ্রহণ না করা, অনিয়মিতভাবে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরির ফলে গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক লেজার স্থিতি অনুযায়ী সুদাসলে ১৭,৭০,৩১,১৭৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৩)।

অনিয়মের কারণ :

- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি., ক্রমিক নং ০৮(এ) এর লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬ এর লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত নং-৭(২) লঙ্ঘন।
- ১ম পুনঃতফসিলের শর্ত নং- ১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আইটি-১০বিতে বহু পূর্বের ক্রয়কৃত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়মূল্যেই দেখানো হয়। তাই হালনাগাদ মূল্যায়নে এর মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন ৩৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হালনাগাদ মূল্যায়ন করা হয়েছে ১৪৪০ লক্ষ টাকা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহকের ইকুইটি ব্যবহার করার সামর্থ্য রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে তবে কিছু কাগজপত্রাদি দাখিল বাকি রয়েছে। দলিল মূল্যের পরিবর্তে বাজার মূল্যেই জমি ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে, যা উদ্যোক্তা ইকুইটি হিসেবে প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন। এ কারণেই বর্তমান বাজার দরের ভিত্তিতে জমির মূল্যায়ন করা হয়। কিস্তির টাকা পরিশোধ করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।

- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সর্বশেষ পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক লেনদেন না করার বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি, সহজামানত অতিমূল্যায়নের বিষয়ে যে জবাব প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথ নয়। কারণ একই বছরে দলিল মূল্য যা তা হতে বাজার মূল্য প্রায় ২৩.৩৩ গুণ বৃদ্ধি করে দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মিত খণ্ড মঞ্জুর, বিতরণ ও তদারকি সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের ১৮,০১,৫৫,৬৯৪ (আঠারো কোটি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত চুরানব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের ১৮,০১,৫৫,৬৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয়ের শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন ডিপার্টমেন্ট এর গ্রাহক মেসার্স এস,এন,জেড ফুটওয়্যার লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি, সিএল বিবরণী ও ঋণ হিসাব বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২৬/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে গ্রাহকের নামে ৬(ছয়) বছর মেয়াদে ১২.৪২ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৪/২০১৪ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্প ঋণটি ৮(আট) বছর মেয়াদে ১৪.০১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ১৫/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে সময়সীমা বহাল রেখে ১ম কিস্তি ৩০শে আগস্ট, ২০১৫ এর পরিবর্তে ৩০শে জুন/২০১৬ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিলের শর্ত নং- ১ ও ২ মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. হতে প্রকল্প ঋণের কিস্তি ৮৫,৯৫,০০০ টাকা করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. সময় পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে ৪টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ৩,৪৩,৮০,০০০ টাকা। আদায় হয়েছে মাত্র ১,০০,০০০ টাকা। অনাদায়ি ৩,৪৩,৮০,০০০ টাকা, যার পরিমাণ প্রায় ৪টি কিস্তির সমান। বিআরপিডি সার্কুলার ১৫, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক প্রকল্প ঋণের ২টি কিস্তি অনাদায়ি হলে গ্রাহক খেলাপি বলে বিবেচিত হবে। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক গ্রাহক মার্চ/২০১৭ খ্রি. হতেই খেলাপি। যা উল্লিখিত ১৫/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্রের শর্তের লঙ্ঘন।

পরিশিষ্টে বর্ণিত ব্যাংকের বর্ণনা মতে জামানত ও সহ-জামানত হিসেবে (ক) প্রকল্প ভূমি ১২.৩৫৭ শতাংশের মূল্য ২,৪৭,৫০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য সহায়ক জামানত ৫ শতাংশের মূল্য ১,০০,০০,০০০; দালান পুরকর্ম ৯৫,২০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতির মূল্য হিসেবে ১৮,৯৮,৯৬,০০০ টাকাসহ সর্বমোট জামানতের মূল্য ২৩, ৪১,৬৬,০০০ টাকা।

অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক কোন ঋণ আদায় না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ১ম বছর আদায়যোগ্য টাকার ১০% আদায় না হলে উক্ত ধারা মোতাবেক পরবর্তী ০১(এক) বছরের মধ্যে ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। গ্রাহকের নিকট হতে ১ম বছর আদায় হয়েছে মাত্র ০.২৯%। তথাপিও উক্ত ধারা মোতাবেক ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা উক্ত ধারার লঙ্ঘন।

গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক লেজার স্থিতি অনুযায়ী সুদাসলে ১৮,০১,৫৫,৬৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৪)।

অনিয়মের কারণ :

- ১৫/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখের পুনঃতফসিলের শর্ত নং- ১ ও ২ এর লঙ্ঘন।
- অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারার লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ৩/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১,০০,০০০ টাকা জমা করার পর বিভিন্ন সময়ে গ্রাহক আরও টাকা জমা করে। সর্বশেষ ৩২ (বত্রিশ) লক্ষ টাকা জমা করে পুনঃতফসিলের আবেদন করেছে, ব্যাংক কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিস্তি/কিস্তির অংশ বিশেষ জমা করায় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বকেয়া পরিশোধ না হলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ দীর্ঘ প্রায় ২৯ মাস গ্রাহক কিস্তির কোন টাকা জমা করেনি, অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যার ফলে খেলাপি গ্রাহক সময়ক্ষেপনের সুযোগ পেয়েছে। বলা হয়েছে বিভিন্ন সময় আরো টাকা জমা দিয়েছে। সপক্ষে কোনো প্রমাণক দাখিল করা হয়নি। প্রকল্প ঋণের স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় পরিশিষ্টে বর্ণিত টাকা ব্যতীত অন্য কোনো টাকা জমা হয়নি। ৩২ লক্ষ টাকা জমা করে পুনঃতফসিলের কথা জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫; তাং ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর শর্ত মোতাবেক ১ম পুনঃতফসিলের সময় গ্রাহকের প্রকল্প খেলাপি ঋণের ১৫% বা মোট ঋণের জন্য ১০% হিসাবে ডাউনপেমেন্ট প্রয়োজন। সে হিসাবে গ্রাহকের ডাউনপেমেন্ট পরিমাণ হবে [(৯,১২,৪৫,০০০+৯,৭৮,০০০) বা ৯,২২,২৩,০০০ এর ১৫%] বা ১,৩৮,৩৩,৪৫০ টাকা বা [(১৭,৮৮,৫১,০১৪+১৩,০৪,৬৮০) বা ১৮,০১,৫৫,৬৯৪ এর ১০%] বা ১,৮০,১৫,৫৬৯ টাকা। যা গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে এলটিআর সুবিধা প্রদান এবং নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও এলটিআর ঋণ সুবিধাকে ব্লক ঋণে রূপান্তর করে ২৫২,০৮,০০,০০০ (দুইশত বায়ান্ন কোটি আট লক্ষ) টাকা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঋণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে এলটিআর সুবিধা প্রদান এবং নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও এলটিআর ঋণ সুবিধাকে ব্লক ঋণে রূপান্তর করে ২৫২,০৮,০০,০০০ টাকা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ডিভিশন এর গ্রাহক রতনপুর ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায়, গ্রাহকের নামে ২০০৯ খ্রি. সালে ক্যাশ ক্রেডিট সীমা ৫০.০০ কোটি টাকা এবং আইবিপি সীমা ৫.০০ কোটি টাকা ১ (এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ খ্রি. সালে ক্যাশ ক্রেডিট সীমা ৭৫.০০ কোটি ও এলসি সীমা ১০০.০০ কোটি ১ (এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান হয়। ২০১৫ খ্রি. সালে উক্ত এলসি সীমার আওতায় ৯০ দিন মেয়াদে ৫০.০০ কোটি টাকার এলটিআর সীমা অনুমোদনের তারিখ হতে ১ (এক) বছর মেয়াদে অনুমোদন প্রদান করা হয়। ব্যাংক নীতিমালা (Delegation of Discretionary Powers-2012, Booklet # 3 এর পৃষ্ঠা নং-৩৩ এর ক্রমিক-১৬) অনুযায়ী এলটিআর সীমা সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত করতে হবে। কিন্তু উক্ত এলটিআর প্রদানের সময় সহজামানত গ্রহণ করা হয়নি। যা উক্ত নীতিমালার লঙ্ঘন।

ঋণ নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের এলটিআরের দায়কে ব্লক হিসাবে স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এলটিআর ঋণ এর মাধ্যমে আনীত মালামাল নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বাজারে বিক্রি/রপ্তানি করার পর উক্ত অর্থ দিয়ে ঋণ এর দায় পরিশোধ করতে হয়। মালামাল বিক্রি অর্থ অন্য খাতে বিনিয়োগ/ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। আলোচ্যক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণের ব্যাংক হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় প্রদানকৃত এলটিআর সুবিধার মাধ্যমে আনীত মালামাল প্রকল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত মালামাল বিক্রি বা রপ্তানি করে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করেনি। ফলে এলটিআর এর দায় ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গ্রাহকের দায়ের বিপরীতে জামানত/সহজামানতের বিপুল পরিমাণ ঘাটতি রয়েছে। ৩১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে দায় থেকে জামানতের ঘাটতি ছিল প্রায় ৬৬.৫২ কোটি টাকা। কিন্তু উক্ত জামানত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-প্রকা/আইপিএফডি/রতনপুর ষ্টীল/১০৬; তারিখ: ১০/০২/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে অনুমোদনের কারণে ঋণের ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড প্রকৃত লিমিট বৃদ্ধি পেয়ে এর পরিমাণ হয় [(চলতি মূলধন ৭৫.০০ + এলসি সীমা ১০০.০০ + চলতি মূলধনের সীমিত্তিরিক্ত দায় ২৭.৬১ (ব্লকড ঋণে রূপান্তর) + মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর দায় ৪৯.৪৭ (ব্লকড ঋণে রূপান্তর)] বা ২৫২.০৮ কোটি টাকা। যার বিপরীতে সহায়ক জামানতের পরিমাণ রয়েছে মাত্র ৮৫.৫৬ কোটি টাকা, যা খুবই অপ্রতুল। ফলে ঋণটির ঝুঁকির পরিমাণ নতুন করে আরো বৃদ্ধি পায়।

অনিয়মের কারণ:

ব্যাংক নীতিমালা (Delegation of Discretionary Powers-2012, Booklet # 3 এর পৃষ্ঠা নং-৩৩ এর ক্রমিক-১৬) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রকল্পের অনুকূলে নতুন করে কোন এলটিআর সুবিধা প্রদান করা হয়নি। বিদ্যমান এলটিআর সীমা নবায়ন করা হয়েছে। এলটিআরের কিস্তি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জামানত ঘাটতি দূর হবে। জামানত হিসাবে বায়েজিদ বোস্তামী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রামস্থ শিল্প প্লট নং-১৭৫ ও ১৭৬, মোট ১০০ শতাংশ জমি তদস্থিত নির্মাণাদি ও যন্ত্রপাতি বন্ধক নেয়া হয়। জুলাই/২০০৯ খ্রি. মাসে মজুদ মালামাল ব্যতীত মূল্যায়ন করা হয় ৮৫.৫৬ কোটি টাকা। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমানে মূল্যায়ন করা হলে জামানতের ঘাটতি থাকবেনা বলে প্রতীয়মান হয়। সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবের সীমিত্তিরিক্ত দায় (যা সুদ আরোপের ফলে সৃষ্টি হয়েছে) ২৭.৬১ কোটি টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৫.৫০% সুদ হারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবের সীমিতরিজ্ঞ দায়কে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর দায় ৪৯.৪৭ কোটি টাকা ব্লকড ঋণে রূপান্তর করায় প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহক নিয়মিত ঋণ হিসাবে কিস্তি পরিশোধ বা লেনদেন করে না। এলসি লিমিটের মধ্যেই এলটিআর লিমিট নির্ধারিত। এলটিআর দায় পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পূর্বের এলসি লিমিট ঠিক রাখা হয়েছে। ফলে নতুন করে নন-ফান্ডেড দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা যেকোন সময়ে ফান্ডেড দায়ে পরিণত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি থাকার ফলে ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জবাবে বর্তমানে মূল্যায়ন করা হলে জামানতের ঘাটতি থাকবেনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু জামানতের মূল্য ৮৫.৫৬ কোটি টাকা এবং অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২৫২.০৮ কোটি টাকা, যা নতুন জামানত ব্যতীত কভার করা সম্ভব নয়, কারণ ক্রমান্বয়ে ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

নিয়ম বহির্ভূতভাবে অনুমোদনকৃত ঋণের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম: সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লক সুবিধা প্রদানের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও তা বাতিলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৮৪,৬১,২০,৮৮৯ (চুরাশি কোটি একষট্টি লক্ষ বিশ হাজার আটশত ঊনব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লক সুবিধা প্রদানের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও তা বাতিলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৮৪,৬১,২০,৮৮৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগের গ্রাহক সুপ্রীম জুট এন্ড নীটেক্স এর ঋণ সংক্রান্ত নথি, সিএল বিবরণী, ঋণ হিসাব বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায়, পাট শিল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংকলাদেশ ব্যাংকের ২৪/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্রের (খ) অনুযায়ী গ্রাহকের ব্যাংকের ঋণের সুদ ব্লক একাউন্টে স্থানান্তর করা যাবে এবং (ঙ) অনুযায়ী মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের পত্র নং-প্রঃকাঃ/কৃপ্রঅবি/সুপ্রীম জুট/২২৩৬(১); ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে গ্রাহকের চলতি মূলধন হিসাবের ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. থেকে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত পাঁচ বছরের আরোপিত সুদ ২৪.০০ কোটি টাকা ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে ডিসেম্বর/২০১৯ মেয়াদে অনুমোদন করা হয়। এছাড়া হাইপোঃ সীমা ৪৮.০০ কোটি টাকা এবং এলসি/কম্প্রাস্টার বিপরীতে এফবিপিএন ঋণসীমা ১৫.০০ কোটি টাকা নবায়ন করা হয়। ব্লক হিসাবের প্রতিটি কিস্তি ২.৮৫ কোটি টাকা করে জানুয়ারি/২০১৭ খ্রি. হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। পরবর্তীতে উক্ত মেয়াদ আরো তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়।

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৪ খ্রি. সালের মঞ্জুরিপত্রের সকল শর্ত ঠিক রেখে ২০১৭ খ্রি. সাল মেয়াদে আরো তিন বছর বৃদ্ধি করে ১,৫৯,০৬,০০০ টাকা করে কিস্তি নির্ধারণ করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১ এর (ঙ) মোতাবেক গ্রাহকের নিকট ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত ৮টি কিস্তি বাবদ ১২,৭২,৪৮,০০০ টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু গ্রাহক ২০১৪ খ্রি. সালের সুবিধা প্রাপ্তির পর জমাকৃত ২,১৫,০৭,৯৩৩ টাকাসহ মাত্র ২,৪৮,৭০,৭০২ টাকা পরিশোধ করেছেন। যা দুটি কিস্তির সমানও না। উল্লেখ্য ২০১৭ খ্রি. সালের সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক মাত্র ৩৩,৬২,৭৬৯ টাকা পরিশোধ করেছে।

গ্রাহকের চলতি মূলধন হিসাবটিও ৩১/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, যা মার্চ/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ১৯ মাস। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১ (গ) তে ছিল ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদাতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত শর্ত মোতাবেক কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি যা মঞ্জুরিপত্রের শর্তের খেলাপ। ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) গ্রাহকের দায়ের পরিমাণ ৮৪,৬১,২০,৮৮৯ টাকা এবং সহজামানত রয়েছে ৭৯,৯৭,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ দায়ের তুলনায় জামানত ঘাটতি থাকায় ঋণটি ঝুঁকিপূর্ণ। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্লক সুবিধা প্রদানের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও উহা বাতিলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় চলতি মূলধনের মেয়াদোত্তীর্ণ দায়সহ সর্বমোট পাওনা (২৯,৩৫,৬৩,৪৬০+৫৫,২৫,৫৭,৪২৯) বা ৮৪,৬১,২০,৮৮৯ টাকা অনাদায়ি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৫)।

অনিয়মের কারণ :

নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১ এর (ঙ) এবং চলতি মূলধন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ১ এর (গ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ পরিশোধের জন্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ৪/১২/১৭ খ্রি. তারিখে ইত্তেকাল করেছেন। পর্যদ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে। তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি সরেজমিন গমনপূর্বক তাগিদ দেয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং মামলা দায়ের করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং ১ (গ) মোতাবেক ২টি কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ৮টি কিস্তি যা প্রায় ২(দুই) বছরের সমান সময় অনাদায়ি হলেও উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না করায় ব্যাংকের ১৭,৭৮,৫৭,০৮০ (সতেরো কোটি আটাত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার আশি) টাকা অনাদায়।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তদারকির অভাবে মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় না করায় ব্যাংকের ১৭,৭৮,৫৭,০৮০ টাকা অনাদায় রয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ের পল্লী ঋণ বিভাগ-২ এর গ্রাহক জে, এম ডিজিটাল বিজনেস লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি, সিএল ও ঋণ হিসাব বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায়, পল্লী ঋণ বিভাগের পত্র নং-পঞ্চবি/প্রবিশা/জে এম ডিজিটাল/২০২৫; তারিখ: ৫/৮/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে কৃষি খামার ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে গ্রাহককে ৭(সাত) বছর মেয়াদে ৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ এবং ২৫৬.০০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন (সিসি-হাইপোঃ) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৬ মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ৫০,৮৪,০০০ টাকা করে ত্রৈমাসিক ২৪টি কিস্তিতে ঋণ আদায়যোগ্য। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে মাত্র ২৯,৮৮,০০০ টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, আদায়কৃত অর্থ প্রকল্প ঋণের একটি কিস্তির সমানও না, যা শর্ত নং-০৬ এর লঙ্ঘন। শর্ত নং-০৪ মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঋণের টাকা আদায় করতে পারেনি, যা ০৪ নং শর্তেরও লঙ্ঘন।

উল্লেখ্য, ৩১০ শতক সহজামানত সম্পত্তি ২১/০৪/২০১০ খ্রি. তারিখে প্রতি শতক ৪০,০০০ টাকা করে সর্বমোট ১,২৪,০০,০০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হয়। গ্রাহক ঋণের কিস্তি শর্ত মোতাবেক পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্ষতিতে পরিণত। যার পরিমাণ ১২/৩/২০১৯ খ্রি. দাঁড়িয়েছে ১৭,৭৮,৫৭,০৮০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৬)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং -০৪ ও ০৬ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ মঞ্জুরিকালীন জামানত হিসাবে ১০২৬.২৫ শতাংশ জমি ঋণের বিপরীতে বন্ধকী গ্রহণ করা হয়। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৫০৯.২৫ শতাংশ ৪,৫০০ টাকা হারে ২২,৯১,৬২৫ টাকা এবং ৫১৭ শতাংশ জমি প্রতি শতাংশ ১৪,৫০০ টাকা হারে ৭৪,৯৬,৫০০ টাকা, সর্বমোট ৯৭,৮৮,১২৫ টাকা শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখাটি “শিল্প ঋণ” নমিনেটেড। নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় সহায়ক জামানত ভূমি ৭১০ শতাংশ জমি দেখানো হলেও উক্ত ৭১০ শতাংশ জমি ঋণের বিপরীতে বন্ধক নেয়া হয়নি। পাওনা আদায়কল্পে মাননীয় অর্থ ঋণ আদালত-১, ঢাকায় মামলা করা হয়েছে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয় এবং ১৯/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ মঞ্জুরিপত্র হতে দেখা যায় ২১/০৪/২০১০ খ্রি. তারিখে ৩১০ শতক জমি প্রকল্প ভূমি। যা অতিমূল্যায়িত। প্রকল্পটি প্রত্যন্ত এলাকায় হওয়ায় উহা টাকা হতে তদারকি সম্ভব নয়। শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখাটি “শিল্প ঋণ” নমিনেটেড এবং শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে কোন কমান্ড এরিয়া না থাকলেও ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় নিকটবর্তী কর্পোরেট শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করলে নিয়মিত তদারকিকরণ শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখার চেয়ে বেশী সহজতর ছিল, যা বিবেচনা করা হয়নি। উক্ত জমি বন্ধকী নেয়া হয়নি বলা হলেও দেখা যায় শাখায় উল্লিখিত জমির দলিল জামানত হিসাবে শাখায় রক্ষিত আছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ২৬,৪৭,১৬,৬৩৯ (ছাব্বিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার্স অফিস, কুমিল্লা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা এর ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরে প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ২৬,৪৭,১৬,৬৩৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার্স অফিস, কুমিল্লা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা এর বার্ষিক হিসাব বিবরণী, সিএল বিবরণী এবং সিসি (হাইপোথিকেশন) ঋণ খতিয়ান নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চাঁদপুর শাখা, চাঁদপুর থেকে সী ফুড কর্পোরেশন লিমিটেডকে প্রকল্প পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন খাতে ২২.০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং- প্রকা/এপিএফডি/সীফুড কর্পোরেশন/নবায়ন/৯৬; তারিখ: ১১/০১/২০১৬ এর মাধ্যমে সী ফুড কর্পোরেশন লিমিটেড এর বিদ্যমান ঋণ সীমা ২২.০০ কোটি (প্লেজ ২০.৫০ কোটি এবং হাইপোঃ ১.৫০ কোটি) টাকা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বিধিসম্মতভাবে পরিচালিত লেনদেন অনুমোদনসহ পরবর্তী ০১ বছর অর্থাৎ ৩০/১১/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে ১২% সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রপ্তানি বিল নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে (অবশিষ্ট অনাদায়ি যদি থাকে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করতে হবে) নবায়ন মঞ্জুরির প্রস্তাব বিদ্যমান ও প্রচলিত শর্তসহ নিম্নের শর্তাদিতে অনুমোদন করা হয়।

(০১) প্রণোদনা ব্লক ঋণ হিসাবের অনাদায়ি কিস্তি বাবদ ১.২৩ কোটি টাকা আদায় হওয়ার পর নবায়ন সুবিধা কার্যকর হবে।

(০২) ঋণ হিসাবে লেনদেন এবং বিক্রয়/রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে।

(০৩) ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি প্রতিবেদন থাকতে হবে।

(০৪) ঋণ গ্রহীতা কোম্পানি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সকল অনিয়মিত দায় (যদি থাকে) নিয়মিত করতে হবে।

(০৫) ঋণ গ্রহীতার প্লেজ গুদামে ২৭০ দিনের উর্ধ্বে চিংড়ী/মাছ নেই মর্মে শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে।

ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে জমি ও সৎলগ্ন নির্মাণাদি যা ব্যাংকের অনুকূলে মর্টগেজ আছে তা ডিড অব কন্সট্রাকশন এর মাধ্যমে বহাল থাকবে। মজুদ মালামালের মূল্য ক্রয়মূল্য/বাজার মূল্য/রপ্তানি মূল্য যেটি কম হবে তার উপর নির্ধারিত হবে। শাখা প্রধান ঋণ হিসাব পরিচালনায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন এবং নিয়মিতভাবে ক্রয়মূল্য, বাজার মূল্য এবং রপ্তানিমূল্য ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক মজুত মালামালের মূল্য নির্ণয় করার শর্ত বিদ্যমান। উপরের বিভিন্ন শর্ত থাকা সত্ত্বেও ঋণগুলো শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক যথাযথভাবে তদারকি না করায় ঋণ দুটি শ্রেণিকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হয়। কিন্তু অনাদায়ি টাকা আদায়ের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বা তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বর্ণিত ২৬,৪৭,১৬,৬৩৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৭)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ০১; ০২; ০৩; ০৪; ০৫ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেয়াদোত্তীর্ণ, শ্রেণিকৃত ঋণ সঠিকভাবে মনিটরিং ও তদারকির মাধ্যমে আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ০৯/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হয় এবং ২৪/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ঋণ মঞ্জুরিপত্র ও বিতরণের শর্তানুযায়ী ঋণ যথাসময়ে আদায় করা হয়নি বিধায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ০৭/০২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে বর্ণিত মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণিকৃত মূলধন ঋণের অর্থ জরুরি ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে গৃহ নির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৮০,৭৪,০৯৪ (আশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চুরানব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস বরিশাল ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন কোডবিল্ডিং শাখার ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে গৃহ নির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৮০,৭৪,০৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৩/০১/২০১৩ খ্রি. তারিখের ১০৫তম সভার সিদ্ধান্ত-৩ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর পত্র নং- ৫৩.০০৬.০০১.০ ০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩; তারিখ: ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে জারিকৃত নির্দেশনার অনুচ্ছেদ-০৫ অনুসারে অবসর গ্রহণকারী/পিআরএল এ গমনকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়/সমন্বয় করতে হবে। এমনকি ঋণ সুবিধা গ্রহণকারীদের এফডিআর/সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গিয়ে ঋণ আদায়/সমন্বয়ের নির্দেশনা রয়েছে।

কিন্তু ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চাকরি হতে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণকালে ব্যাংক হতে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণের অর্থ আদায়/সমন্বয় করা হয়নি। উপরন্তু পূর্বের ন্যায় অবসর পরবর্তী সময়ে ব্যাংক সুদ হারে ঋণের কিস্তি পরিশোধের সুযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির সিএল সামারি, পেনশন রেজিস্টার, পেনশন নথি, ব্যক্তিগত নথি ও এ্যাফেয়ার্স এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আলোচ্য শাখা থেকে ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী জনাব মোঃ রতন আলী, পিও এবং জনাব আব্দুল জলিল, অফিসার ক্যাশ অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণকালে প্রদত্ত গৃহনির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি তাদের নিকট থেকে আদায় করা হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অব/ব্যাবি/শা-৪/বিধি-৩৬/৯৫-৪৩০(১৫); তারিখ: ০৯/০৯/১৯৯৬ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ ৫ এর উপবিধি ৭(১) ও ৭(২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অগ্রিম আদায়ের পরও যদি কোন কর্মচারীর স্বাভাবিকভাবে অবসর গ্রহণের সময়ে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে অগ্রিমের কোন কিস্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ থাকে, তবে সুদসহ মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণকালীন আনুতোষিক হতে এক কিস্তিতে আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করায় ব্যাংকের ৮০,৭৪,০৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৮)।

অনিয়মের কারণ :

- ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৩/০১/২০১৩ খ্রি. তারিখের ১০৫তম সভার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর পত্র নং- ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯. ১০৩.২০১২/৫৩; তারিখ: ২৩/০১/২০১৩ খ্রি.এর অনুচ্ছেদ ০৫ লঙ্ঘন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- অব/ব্যাবি/শা-৪/বিধি-৩৬/৯৫-৪৩০(১৫); তারিখ: ০৯/০৯/১৯৯৬ এর অনুচ্ছেদ ৫ এর উপবিধি ৭(১) ও ৭(২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনাদায়ি টাকা আদায় করে জানানো হবে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ১৭/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অবসর গ্রহণকালে প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি আদায় না করায় অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে মটগেজ সম্পাদন এবং প্লেজ গুদামের মালামাল সরানোর ফলে ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ২,১০,৬৭,৯১৯ (দুই কোটি দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত উনিশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রাজশাহী এর আওতাধীন কালাই শাখা, জয়পুরহাট এর ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে মটগেজ সম্পাদন এবং প্লেজ গুদামের মালামাল সরানোর ফলে ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ২,১০,৬৭,৯১৯ অনাদায়ি রয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রাজশাহী এর ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং- জিএমও/রাজ/সাঋবি/সিসি ৪৯৫৩; তারিখ: ০৫/১১/০৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স মোল্লা চাউলকল, প্রোঃ মোঃ এনামুল হক-কে সিসি (হাইপোঃ) ৩০.০০ লক্ষ এবং সিসি (প্লেজ) ৬০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুরিপত্র নং- কালাই/এডিভি/সিসি/০৭; তারিখ: ১১/০১/১২ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (হাইপোঃ) ১.০০ কোটি এবং সিসি(প্লেজ) ১.০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

লোন নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, খণ্ড খণ্ড জমি মটগেজ নিয়ে মেসার্স মোল্লা চাউল কলকে সিসি (হাইপোঃ) এবং সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক ঋণ নীতিমালার ক্রমিক নং-১.২.৬.২ (খ) এ সহায়ক জামানতের গুণগত অবস্থা ভালো ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ক্রমিক নং-১.২.৬.২ (খ) ও এ সম্পত্তির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবস্থান ও গুরুত্ব অনুযায়ী সম্পত্তি মূল্যায়নের বাধ্যবাধকতা থাকলেও উল্লিখিত ঋণ কেইসের ক্ষেত্রে ৪টি দাগে খণ্ড খণ্ড জমি মটগেজ নিয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

০১/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণে গুদাম তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকের কাছে গুদামের চাবি থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের অগোচরে গুদামের মালামাল সরিয়ে ফেলে। ঋণ প্রদানের সময় হালনাগাদ খাদ্য লাইসেন্স যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক) গ্রহণ করা হয়নি। গুদামের মালামাল ব্যাংকের অগোচরে গুদাম হতে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পুলিশি মামলা গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরস্পর যোগসাজশে সিসি (প্লেজ) গুদামের মালামাল সরানো হয়েছে এবং ব্যাংকের ২,১০,৬৭,৯১৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০৯)।

অনিয়মের কারণ :

ঋণ নীতিমালার ক্রমিক নং — ১.২, ৬.২ (খ) ৪ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গোপনে মালামাল সরিয়ে নেয়ায় থানায় কোন মামলা করা হয়নি। শুধু জিডি করা হয়েছে। বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ০৯/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ঋণ বিতরণ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্লেজ গুদামের মালামাল সরিয়ে নেয়া সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : কৃষি খামার কর্মসূচির আওতায় মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প এবং চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) তদারকির অভাবে মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ৫,০৮,৭৫,৫৬৭ (পাঁচ কোটি আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত সাতষট্টি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রাজশাহী এর আওতাধীন বগুড়া কর্পোরেট শাখা, বগুড়া এর ২০১৫ পঞ্জিকা বছর থেকে ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কৃষি খামার কর্মসূচির আওতায় মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প এবং চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) তদারকির অভাবে মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ৫,০৮,৭৫,৫৬৭ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ঋণ অনুমোদন নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় এর ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং- পঞ্চবি/প্রবিশ/ঢাকা/৮৭৭(২); তারিখ: ৩১/০৫/১২ খ্রি. এর মাধ্যমে কৃষি খামার ঋণ কর্মসূচির আওতায় মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেডকে ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প ঋণ ২৮৮ লক্ষ এবং ১ বছর মেয়াদি চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) ১২০ লক্ষ মোট ৪০৮ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৪ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৫ বছর এবং ৬ নং শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের প্রতি কিস্তি ২৩.১৯ লক্ষ টাকা হিসেবে ১৮টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখের ৯তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি আদায় করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রকল্প ঋণ তদারকির অভাবে নিয়মিত কিস্তি আদায় না হওয়ায় ১৪/০১/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সুদাসলে ৩,৭৭,১৫,৯৩৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) মেয়াদের মধ্যে আদায় না করে বার বার নবায়ন করা হয়। সর্বশেষ মঞ্জুরি নং ২৯৫০; তারিখ: ৩০/০৬/১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে নবায়ন করা হয়েছে। যার মেয়াদ ২৯/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে শেষ হওয়া সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হয়ে ১,৩১,৫৯,৬৩১ টাকা অনাদায়ি। ফলে প্রকল্প ও সিসি ঋণের সর্বমোট ৫,০৮,৭৫,৫৬৭ বা (৩,৭৭,১৫,৯৩৬ + ১,৩১,৫৯,৬৩১) টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১০)।

অনিয়মের কারণ:

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ০৪ এবং ০৬ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনাদায়ি টাকা আদায় করে জানানো হবে।
- উল্লিখিত বিষয়ে ০৯/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উল্লিখিত ঋণটি অনাদায়ি রয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ : ২৯.১১.২৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৪.০৩.২০২২ খ্রিষ্টাব্দ


মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
এস এম রেজভী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্রোভার
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট : ০১

অনুচ্ছেদ : ০১

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : প্রকল্প পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও একই গ্রাহকের একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করায় ঋণের অনাদায়ের বিবরণ :

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	সর্বশেষ মঞ্জুরি পুনঃতফসিলের তারিখ ও নং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ঋণ সীমা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	মেসার্স আল আসাদ এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড, মছলন্দপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	(ক) প্রকল্প ঋণ : ৩৮০০৯১১৯	২৬/১১/১৫	০৫/০১/২০১৯	১,৩৪,৯৪,০০০
		(খ) বিএমআরই-প্রকল্প : ৩৮০১৫৩৫৬	২৬/১১/১৫ পুনঃতফসিল	০৬/১২/২০২৩	৬,৬৩,২৮,০০০
		(গ) আইডিসিপি(বিএমআরই) : ৩৮০১৫৩৬৪	০৭/১২/২০১১	০৬/১২/২০১৯	৪৮,০০,০০০
		(ঘ) অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ : ১-৩৮০১৬১৭২	২২/০৯/২০১৪	৩১/১২/২০২৩	৪,১৮,৬০,০০০
		(ঙ) অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ : ২-৩৮০১৬২৫৫	২৬/০১/২০১৫	২৫/০১/২০২৩	২,৯৫,২৫,০০০
		(চ) সিসি ব্লকড : ৩৮০১৬৫৭৭	২৩/০৬/২০১৫	৩১/০৩/২০১৭	১৩,৯৬,৩৮,১৫৫
২.	মেসার্স আল আমরিন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, মছলন্দপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	(ছ) প্রকল্প ঋণ : ৩৮০১৫৭৫২	২২/০৫/১৩	০৪/০৬/২০২৩	৪১,২৮,০০,০০০
		(জ) আইডিসিপি : ৩৮০১৫৭৬৯	২২/০৫/১৩	২১/০৫/২০২১	২৩,০০,০০০

কিস্তি আদায়যোগ্যতার তারিখ	কিস্তির পরিমাণ	আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা (৩১/১২/২০১৮ খ্রি.)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকা
৭	৮	৯	১০	১১
৩১/১২/২০১৬	১১,০৫,০০০	(ক) ৯ কিস্তি	৯৯,৪৫,০০০	-
৩১/১২/২০১৬	৩৫,২২,০০০	(খ) ৯ কিস্তি	৩,১৬,৯৮,০০০	-
৩০/০৯/২০১৩	৪,২৪,০০০	(গ) ৬ কিস্তি	২৫,৪৪,০০০	৮,৪৮,০০০
৩১/১২/২০১৫	২৬,৯৮,০০০	(ঘ) ১৩ কিস্তি	৩,৫০,৭৪,০০০	১৫,১৪,০০০
৩১/০৩/২০১৬	২১,১০,০০০	(ঙ) ১২ কিস্তি	২,৫৩,২০,০০০	৮,৩৫,০০০
৩১/১২/২০১৬	৩৭,৬৭,০০০	(চ) ৯ কিস্তি	৩,৩৯,০৩,০০০	-
৩০/০৯/২০১৭	২,৫৩,০০,০০০	(ছ) ৬ কিস্তি	১৫,১৮,০০,০০০	-
৩০/০৯/২০১৭	২৫,০৫,০০০	(জ) ২ কিস্তি	৫০,১০,০০০	-

লেজার স্থিতি ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.				মন্তব্য
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	মোট	
১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮৩,৬৪,২১৮	৬০,৩০,৬৩১	৩,৯০০	১,৪৩,৯৮,৭৪৯	বিএল
৬,৪১,৩৯,০০০	৪,৭৮,৮৪,৫৯৩	-	১১,২০,২৩,৫৯৩	বিএল
১২,৭১,২৩৮	-	১,৫০০	১২,৭২,৭৩৮	বিএল
৪,১৮,৬০,০০০	১,৯৩,৮০,৩১৯	-	৬,১২,৪০,৩১৯	বিএল
২,৮৮,৯০,০০০	১,২৯,৯৫,১০০	-	৪,১৮,৮৫,১০০	বিএল
১৩,৯৬,৩৮,১৫৫	৪,২৭,৩৯,৯০০	১৫,০০০	১৮,২৩,৯৩,০৫৫	বিএল
			৪১,৩২,১৩,৫৫৪	
৩৭,১২,১৭,৪৮৭	২১,৬৬,৬৮,৭৯৫	৩২,৪৩২	৫৮,৭৯,১৮,৭১৪	বিএল
৭২,৬৬,৬২২	-	-	৭২,৬৬,৬২২	বিএল
			৫৯,৫১,৮৫,৩৩৬	
		সর্বমোট	১০০,৮৩,৯৮,৮৯০	
(কথায় : একশত কোটি তিরিশি লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত নব্বই টাকা মাত্র)				

● জামানতসহ-জামানতের বিবরণ :

প্রকল্পের নাম	জামানতের বিবরণ	প্রকল্পের নাম	জামানতের বিবরণ	মন্তব্য
আল-আসাদ এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড	প্রকল্প জমি-২৯ শতক, মূল্য ৩৫,০০,০০০ ভবন ও পুরকল্প ১,৪২,০০,০০০ যন্ত্রপাতি-স্থানীয় ১০,০০,০০,০০০ জমি-৩০০.৫৪ শতক, মূল্য ১৪,৪২,৫৯,০০০ প্রকল্প জমি-৬৮.০৩ শতক, মূল্য ২,২৩,০০,০০০ ভবন ও পুরকল্প ৪,২১,০০,০০০ যন্ত্রপাতি-স্থানীয় ৩,২৯,০৯,০০০ মোট= ৩৫,৯২,৬৮,০০০	আল-আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড	জমি-১০৪ শতক, মূল্য ২,৫০,০০,০০০ জমি-১০ কাঠা ৬,০০,০০,০০০ দালান ও পুরকর্ম ১৫,৪৫,৩৩,০০০ যন্ত্রপাতি-আমদানী ৪৬,০৪,০২,০০০ যন্ত্রপাতি-স্থানীয় ৬,০১,৩৫,০০০ মোট= ৭৬,০০,৭০,০০০	১৭/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র হতে দেখা যায় প্রকল্পে কোন যন্ত্রপাতি নাই। আবার ভবন ও পুরকর্মের অবচয় বাদ দেয়া হয়নি। সে হিসাবে যন্ত্রপাতির মূল্য বাদ দিলে জামানতের মূল্য দাঁড়াবে মাত্র $\{(৩৫,৯২,৬৮,০০০ - ১৩,২৯,০৯,০০০) = ২২,৬৩,৫৯,০০০ + (৭৬,০০,৭০,০০০ - ৫২,০৫,৩৭,০০০) = ২৩,৯৫,৩৩,০০০\}$ $= ৪৬,৫৮,৯২,০০০$ টাকা। এখান থেকে ভবন ও পুরকর্মের অবচয় বাদ দিলে জামানতের পরিমাণ আরো কম হবে। বর্তমানে দায় অপেক্ষা জামানত ঘাটতি রয়েছে $(১০০,৮৩,৯৮,৮৯০ - ৪৬,৫৮,৯২,০০০) = ৫৪,২৫,০৬,৮৯০$ টাকা।

বিঃদ্রঃ (১) ২০০৮ সালে বাণিজ্যিক অডিট হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন বিতরণসহ অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। উক্ত আপত্তিকে আমলে না নিয়ে ০২/১০/২০১১ খ্রি. তারিখে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর বৃদ্ধি করে ১ম পুনঃতফসিল এবং ১৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্প ঋণটির মেয়াদ ২(দুই) বছর বৃদ্ধি করে ২য় পুনঃতফসিল এবং ০৯/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে মেয়াদ ঠিক রেখে কিস্তি মার্চ/২০১৬ এর পরিবর্তে জুন/২০১৭ হতে আদায়যোগ্য করে ৩য় পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ২.সি মোতাবেক ক্ষতিকৃত প্রকল্প ঋণ ১ম পুনঃতফসিল করণের সময় ১৮ মাস, ২য় পুনঃতফসিলকরণের সময় ১২ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১ম পুনঃতফসিলের সময় ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ করা সত্ত্বেও ২য় বার ২৪ (চব্বিশ) মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করে যা উক্ত সার্কুলার পরিপন্থী।

(২) বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে গ্রাহকের নামে ১২/০৭/২০১২ খ্রি. তারিখে চলতি মূলধন ঋণ ৬,৫০,০০,০০০ টাকা, ২৬/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণ বাবদ ৮,৪০,০০,০০০ টাকা ১ম অনুমোদন করা হলেও আদায়ে ব্যর্থতায় ২৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে সিসি (হাইপোঃ) ঋণের বকেয়া ১১,৭৮,৫৩,০০০ টাকা সুদবাহী রক ঋণে রূপান্তর করে ০৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ডিসেম্বর/১৬ হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেয়া হয়। পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ঋণের ১৮,২৩,৯৩,০৫৫ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সিসি (হাইপোঃ) ঋণ রক ঋণে পরিণত করার কোন সুযোগ নাই, অর্থাৎ নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও সিসি (হাইপোঃ) ঋণ রক ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ নীতিমালা পরিপন্থী।

(৩) বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১২ এর ১.সিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে ডাউনপেমেন্টের টাকা নগদে আদায়পূর্বক পুনঃতফসিল প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রকল্প ঋণ পুনঃতফসিলের সময় ২০১১ খ্রি. হতে কিস্তি বাবদ যে সামান্য পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়েছে তা ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গণ্য করে পুনঃতফসিল প্রস্তাব শাখা কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। যা উল্লেখিত বিআরপিডি সার্কুলার এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

(৪) কোন প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি প্রদানের পূর্বে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী ও কোন কর্মকর্তাদ্বারা বাস্তব যাচাইসহ প্রকল্প মূল্য নির্ধারণ করা হয়, মূল্য নির্ধারণের পর প্রকল্পে ঋণ-ইকুইটি অনুপাত ভাগ করে বিনিয়োগের অনুমোদন প্রদান করা হয়। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যায় ঋণটি কিছু দিন পর পরই বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পটি সঠিকভাবে যাচাই বাছাই না করেই বিনিয়োগ শুরু করা হয়েছে। ব্যাংক স্বার্থ বিবেচনা না করেই পূর্বের প্রকল্পটি ব্যর্থতা এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক টাকা আদায় করতে না পারা সত্ত্বেও প্রকল্পে বারবার ঋণ মঞ্জুরি করে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটিতে ক্ষতিকৃত টাকার পরিমাণ ৫৯,৫১,৮৫,৩৩৬ টাকা।

(৫) প্রকল্পে অনুমোদিত বৈদেশিক যন্ত্রপাতি পরবর্তীতে ২৫/০৩/২০১২ খ্রি. তারিখে স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়। যার ফলে গ্রাহক মেসার্স হামেশা ট্রেডিং হতে উক্ত ক্রয় দেখিয়ে ৬,৬৩,২৮,০০,০০০ টাকা তাদের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। উক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের স্বপক্ষে হামেশা ট্রেডিং এর ভাউচার ছাড়া অন্য কোন কাগজপত্র অর্থাৎ হামেশা ট্রেডিং কর্তৃক উক্ত যন্ত্রপাতি আমদানীর এলসির কপি, কমার্শিয়াল ইনভয়েজ, জাহাজী দলিল ইত্যাদি আমদানী সংক্রান্ত কাগজপত্র কোন কিছুই নথিতে নাই। যার ফলে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তা ধরে নেয়া যায় না।

পরিশিষ্ট : ০২
অনুচ্ছেদ : ০২

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা
নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গ্রাহককে ঋণ প্রদান, প্রকল্প জমি অতিমূল্যায়ন এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় না করায় অনাদায়ের বিবরণ :

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	সর্বশেষ মঞ্জুরি পুন তফসিলের তারিখ ও নং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ঋণ সীমা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	টিউলিপ প্লাস্ট (প্রাঃ)লিমিটেড, কারখানা-মোজাহারদি, গাছতলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। অফিস-৩১২ নয়াপল্টন, ২-এ বক্স কার্লভাট রোড, পল্টন, ঢাকা-১০০০।	(ক) প্রকল্প ঋণ- ০০০২৬৩৮০১৫৯৯১ (খ) আইডিসিপি- ০০০২৬৩৮০১৬০০৮	২০/১১/২০১৩ ২০/১১/২০১৩	০২/০৩/২০২২ ০৩/১২/২০১৯	১৪,৪৪,৩৮,০০০ ১,০২,০০,০০০ মোট= ১৫,৪৬,৩৮,০০০

কিস্তি আদায়যোগ্যের তারিখ	কিস্তির পরিমাণ	আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা (৩১/১২/২০১৮ খ্রি.)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকা
৭	৮	৯	১০	১১
৩১/০৫/২০১৭ খ্রি.	১,৪২,০৭,০০০	(ক) ৭ কিস্তি	৯,৯৪,৪৯,০০০	-
৩১/০৫/২০১৭ খ্রি.	৬,০০,০০০	(খ) ৪ কিস্তি	২৪,০০,০০০	-

লেজারস্থিতি ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.				
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	মোট	মন্তব্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৪,২২,৯৭,৯৮০	৬,৭৭,৭৩,৮৭৪	৩১,৩১৬	২১,০১,০৩,১৭০	
২৯,০৭,১৬১			২৯,০৭,১৬১	
		সর্বমোট=	২১,৩০,১০,৩৩১	

(কথায় : একুশ কোটি ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত একত্রিশ টাকা মাত্র)

● জামানতসহ-জামানতের বিবরণ :

জেলা-ময়মনসিংহ, উপজেলা-তারাকান্দা সাবেক ফুলপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-তারাকান্দা, মৌজা-মোজাহারদী, জেএল নং-২০৬, খতিয়ান নং-সিএস-২০৮,২০৩ ও ২২৯ আর ও আর ৪১৪ ও ৪৬৫, বিএস-৩১১ ও ৪৬১, খারিজা-৯৫৪ দাগ নং-সিএস ও আর ও আর ৫৫০, ৫৫১ ও ৫৫২, বি এস-৭৬৫,৭৬৩ ও ৭৬২। মোট জমির পরিমাণ-১১৬.৬৭ শতাংশ, মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৮০,০০,০০০ টাকা এবং তাৎক্ষণিক মূল্য ১,৪৪,০০,০০০ টাকা। যা প্রকল্প ভূমি।	উক্ত জমিটি গ্রাহক ০৭/০৩/২০১১ খ্রি. তারিখে ৪৩,১৭,০০০ টাকা দিয়ে খরিদ ক্রয় করেছে। মূল্যায়নকারী দলিল মূল্য বা মৌজারেট বিবেচনায় না এনে জমির মূল্য প্রায় ৩(তিন) গুণের বেশী মূল্যায়ন করেছেন। যার কোন ভিত্তি নাই। এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে ক্রয়কারী সরকারী রাজস্ব যাতে ফাঁকি না দিতে পারে সে জন্য প্রতিটি স্থানের যথাযথ মূল্য নির্ধারণপূর্বক মৌজারেট নির্ধারণ করা হয়। ফলে ক্রয়মূল্য ও মৌজারেট বেশী হওয়ার সুযোগ নাই। সম্পূর্ণ মেশিনারী এখনো প্রকল্পে স্থাপন না হওয়ায় তা জামানত হিসাবে দেখানো হলো না।
---	---

বিঃদ্র: (১) ঋণ মঞ্জুরির সময়কার দপ্তর প্রতিবেদন হতে দেখা যায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ও কোল্ডস্টোরেজ ব্যবসায় ২০ বছর অভিজ্ঞ, যার কোন প্রমাণ নথিতে নাই, যেমন-অভিজ্ঞতা সনদ, নিজের হলে পূর্বের ব্যবসার ড্রেডলাইসেন্স ইত্যাদি। বাস্তবে পণ্য উৎপাদন শিল্প কলকারখানা পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা নাই। প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত টপসীটের ১৬ নং পৃষ্ঠার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের ৮ এর ৭ হতে দেখা যায় অধিকাংশ উদ্যোক্তা পরিচালকদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই, এই বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। এর জবাবে শাখা কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তাদের দাখিল করা পত্র হতে উল্লেখ করেছেন সকলেই অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করছেন, কিন্তু কি ধরনের ব্যবসা তাদের রয়েছে শাখা কর্তৃপক্ষ তা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন এবং উদ্যোক্তাদের নিকট হতে উহার সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণক গ্রহণ করেন নাই। এক্ষেত্রে শাখা কর্তৃপক্ষের গ্রাহক যাচাই সঠিক হয়নি।

(২) উদ্যোক্তাগণের স্থাবর ও অস্থাবর বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেখালে তার সমর্থনে আয়কর সনদের ১০বি নেয়া হয়নি।

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৩

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা আদায় না করায় অনাদায়ের বিবরণ :

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	সর্বশেষ মঞ্জুরি পুন তফসিলের তারিখ ও নং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ঋণ সীমা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	এক্সিলেন্ট ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঠিকানা=কারখানা + অফিস-পালোয়ানসিটি (উত্তর), চিত্রশাইল, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা।	(ক) প্রকল্প ঋণ ০০০২৬৩৮০১৬৪২৯	০৫/০৪/২০১৫ ০৭/০৯/২০১৭ ১৮/০৭/২০১৮	০৪/০৪/২০২৩ ০৪/০৪/২০২৩ ২১/০৪/২০২৫	৮,৯৬,৯৮,০০০
		(খ) আইডিসিপি ০০০২৬৩৮০১৬৪৩৭	০৫/০৪/২০১৫	২১/০৪/২০২০	৫৯,০২,০০০
				মোট=	৯,৫৬,০০,০০০
		(গ) চলতি মূলধন ০০০২৬৫৫০০০১৫৮	০৪/১০/২০১৭	২৪/১০/২০১৮	৫,৫০,০০,০০০

কিস্তি আদায়যোগ্যের তারিখ	কিস্তির পরিমাণ	লেজারস্থিতি ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.			
		আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	মোট
৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩১/১২/২০১৮	৬৩,৮৯,০০০	৮,৬৫,৭৯,৪১৮	৩,৩৪,৪৯,৯৬৪	২৫,০০০	১২,০০,৫৪,৩৮২
		৭,৫২,২৫৮	-	-	৭,৫২,২৫৮
		৫,০৬,৯৩,৫১০	৫৫,০৬,০২৮	২৫,০০০	৫,৬২,২৪,৫৩৮
-	-			সর্বমোট	১৭,৭০,৩১,১৭৮

(কথায় : সতের কোটি সত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত আটত্রিশ টাকা মাত্র)

জামানতসহ জামানতের বর্ণনা (ব্যাংকের বর্ণনামতে-প্রমাণক সংযুক্ত)	মন্তব্য
(ক) প্রকল্প ভূমি-৩৭.৭০ শতাংশ ১,৯৬,০০,০০০	সহায়ক জামানত ভূমি যে প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নাই। ভিত্তি হিসাবে মৌজারেট গ্রহণ অথবা স্থানীয় কোন ব্যক্তির সাথে আলাচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর কোন কিছুই এখানে উল্লেখ করা হয়নি, যা গ্রহণযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে জামানতের অতিমূল্যায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেল না।
(খ) সহায়ক জামানত-১৮৬ শতাংশ ৭,৪৪,০০,০০০	
(গ) দালান পুরকর্ম- ৬,২১,৫০,০০০	
(ঘ) যন্ত্রপাতি- ৮,২৬,৯৯,০০০	
মোট= ২৩,৮৮,৪৯,০০০	

বিবৃতিঃ (১) গ্রাহকের নামে ৪/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে ৫,৫০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন এবং উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানীর জন্য ২০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

(২) ঋণ মঞ্জুরির সময়কার দপ্তর প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মোসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন এর আইটি ১০বি মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি ১৬ লক্ষ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তি (নগদ, অলংকার, আসবাবপত্র ও ব্যবসার পুঁজি) আছে ২৫ লক্ষ টাকার এর বিপরীতে দেনার পরিমাণ রয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যিনি মূল উদ্যোক্তা) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদের আইটি ১০বি মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি ১১ লক্ষ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তি (নগদ, অলংকার, আসবাবপত্র) আছে মাত্র ১৪ লক্ষ টাকার এর বিপরীতে দেনার পরিমাণ রয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। দেনাবাদে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে মাত্র (৬৬-১০) = ৫৬ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে গ্রাহকের মোট ইকুইটিটির পরিমাণ নগদে ব্যবহার করতে হবে প্রায় ৪,৯৬,০০,০০০ টাকা (প্রস্তাবিত)। যা তাদের ব্যবহারের কোন ক্রমেই সামর্থ্য নাই।

(৩) মূল উদ্যোক্তার নামে যে জমি রয়েছে তার মূল্য আইটি ১০বি মোতাবেক মাত্র ১১,০০,০০০ টাকা, ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত আইটি ১০বি মোতাবেক পূর্বের ন্যায় উল্লেখপূর্বক মূল্য দেখানো হয়েছে ১০,৭৫,০০০ টাকা, কিন্তু শাখা কর্তৃক উহার মূল্য প্রায় ১৩১ গুণ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে ১৪,৪০,০০,০০০ টাকা।

(৪) ক্রেডিট পলিসির ১.২.২ হতে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের সময় বাজারে তাঁর সুনাম, অতীত রেকর্ড যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে। পর্যাপ্ত ইকুইটি সরবরাহ করতে সক্ষম কিনা, ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত মার্গেজ দেয়ার মত সম্পদের অধিকারী কিনা, এসব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করেই ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন করতে হবে। পলিসির ১.২.৪.১ এর

(গ) ম্যানেজমেন্ট টিম ব্যবসা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতার ইকুইটি ব্যবহারের সক্ষমতা ছিল না (যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এবং চলতি মূলধন গ্রহণের ক্ষেত্রেও মঞ্জুরিপত্র পত্রের বিশেষ শর্ত নং-০৭ এর ২ এ বলা হয়েছে চলতি মূলধন ঋণ প্রস্তাবের সময় কমপক্ষে ১০(দশ) কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির দলিলাদি/কাগজপত্রাদি শাখায় দাখিল করতে হবে, গ্রাহক উক্ত শর্তমোতাবেক সহ-জামানত দিতে ব্যর্থ হয়েছে। উদ্যোক্তাগণের প্রকল্প পরিচালনার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই, কারণ এর স্বপক্ষে কোন অভিজ্ঞতা সনদ নাই বা কোন প্রকল্পে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার নাম উল্লেখ নাই।

(৫) প্রকল্পটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত, যা প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এমনকি বিনিয়োগ বোর্ডের হালনাগাদ অনুমোদন গ্রহণ বা নিয়মিত করা হয়নি।

(৬) এধরনের প্রকল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ এবং উহার শর্ত পরিপালন বাধ্যতামূলক। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে তা হালনাগাদ গ্রহণ করা হয়নি। গ্রাহক পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত জেনারেটর ও কমপ্রেসার স্থাপন করায় পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গ্রাহককে কিছু কাগজপত্র চেয়ে পত্র লেখে এবং উক্ত কাগজপত্র প্রদানে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে, গ্রাহক অদ্যাবধি তা সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে প্রকল্পটি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত। এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত কাগজপত্রাদি প্রকল্প অনুমোদন বা ঋণ বিতরণের পূর্বেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবে, আলোচ্যক্ষেত্রে শাখা কর্তৃপক্ষ তা না করেই ঋণ বিতরণ করেছে।

(৭) ঋণটি পুনঃতফসিলের সময় নোটের ১৩নং পৃষ্ঠার ক্রমিক ৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাহকের চলতি মূলধন ২১/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ছাড়করণের ফলে প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যেতে পারেনি। কিন্তু চলতি মূলধন ঋণের কম্পিউটার স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় ০২/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে ১০,০০,০০০ টাকা ও ০৬/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে চলতি মূলধন বাবদ ৩,৮৯,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ঋণটি পুনঃতফসিল করণে সহযোগিতা করা হয়েছে। যার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

(৮) মূলধন ঋণের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১ মোতাবেক ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক টার্নওভার ও লেনদেন করতে হবে। প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে। গ্রাহকের ১৩/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, গোড়াউনে মজুদ মালের পরিমাণ ছিল ৭৮৮.৭৭ লক্ষ টাকা (নোট পৃষ্ঠা-১৩৯ এর ক্রমিক-১০)। গ্রাহকের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে লেনদেনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত মজুদমালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাবে লেনদেন না করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে, যা শাখা কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় নেয়নি এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

(৯) নোট পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫ হতে দেখা যায় গ্রাহক প্রকল্পে যে লিফট স্থাপন করেছে তা গুণগতভাবে ভালো ছিল না, গ্রাহকের ভাষ্যমতে যা ছিল নিম্নমানের, অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত যন্ত্রটির গুণগত মান নিশ্চিত না হয়েই ব্যাংক ঋণের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পে স্থাপিত সকল ধরনের যন্ত্রপাতি ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর গুণগত মান নিশ্চিত হবার পরই কেবলমাত্র ব্যাংক ঋণের অংশ বিতরণযোগ্য।

(১০) জামানত হিসাবে যে ৩৭.৭০ শতাংশ জমি গ্রহণ করা হয়েছে, সাফকবলা দলিল নং ৪৬৯৪; তাং-৭/৪/২০১৫ খ্রি. হতে দেখা যায় এর মূল্য উল্লেখ্য করা হয়েছে মাত্র ১০,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু জামানত হিসাবে উহার মূল্যায়ন করা হয়েছে ২,৪৫,০০,০০০ টাকা। ২০১৫ খ্রি. সালের সাবকবলা দলিলের মূল্য হতে একই সালে প্রায় ২৩.৩৩ গুণ বৃদ্ধি করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে সহ-জামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়িত।

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : দীর্ঘদিন পূর্বে খেলাপী হলেও টাকা আদায়ের জন্য মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এর বিবরণ :

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	সর্বশেষ মঞ্জুরি পুনঃতফসিলের তারিখ ও নং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ঋণ সীমা	কিস্তি আদায়যোগ্যের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	এস.এন.জেড ফুটওয়্যার লিমিটেড, ৬০১০, মেরাদিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।	(ক) প্রকল্প ঋণ- ০০০২৬৩৮০১৬০৫৭	১৫/১২/২০১৫	১৯/৫/২০২২	১৩,০৬,০০,০০০	৩০/৬/২০১৬
		(খ) আইডিসিপি- ০০০২৬৩৮০১৬০৬৫	১৫/১২/২০১৫	৩০/৬/২০১৯	৯৫,০০,০০০	৩০/৬/২০১৬
				মোট=	১৪,০১,০০,০০০	

কিস্তির পরিমাণ	আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা (৩১/১২/২০১৮ খ্রি.)	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকা	লেজারস্থিতি ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.			
				আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	মোট
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮৫,৯৫,০০০	(ক) ১১টি	৯,৪৫,৪৫,০০০	৩৩,০০,০০০	১১,৮৮,৯০,২০১	৫,৯৯,১০,৭৫৩	৫০,০৬০	১৭,৮৮,৫১,০১৪
৩,২৬,০০০	(খ) ০৩টি	৯,৭৮,০০০	-	১৩,০৪,৬৮০			১৩,০৪,৬৮০
						সর্বমোট	১৮,০১,৫৫,৬৯৪

(কথায় : আঠার কোটি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত চুরানব্বই টাকা মাত্র)

জামানতসহ জামানতের বর্ণনা (ব্যাংকের বর্ণনামতে-প্রমাণক সংযুক্ত)	
(ক) প্রকল্প ভূমি-১২.৩৫৭শতাংশ	২,৪৭,৫০,০০০
(খ) সহায়ক জামানত-৫.০০শতাংশ	১,০০,০০,০০০
(গ) দালান পুরকর্ম	৯৫,২০,০০০
(ঘ) যন্ত্রপাতি	১৮,৯৮,৯৬,০০০
মোট=	২৩,৪১,৬৬,০০০

বিঃদ্রঃ (১) ১৪/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে উপস্থাপিত নোটের পৃষ্ঠা নং-১১৮ এর ১৮ হতে দেখা যায় গ্রাহকের ২০১৭ খ্রি. সালের ক্যাশ ফ্লো হতে দেখা যায় গ্রস প্রফিট করেছে ৭,৮৮,৫৬,০০০ টাকা, কিন্তু ঋণের কোন কিস্তি সে পরিশোধ করেন নাই, যেখানে তার কিস্তি পরিশোধ করার সামর্থ্য ছিল বলে প্রতীয়মান। ২০১৮ সালে ২০১৭ সালের চেয়ে কম গ্রস প্রফিট হওয়া সত্ত্বেও (ক্রমিক-১৭ ক্যাশ ফ্লো বিবরণী হতে দেখা যায় ২০১৮খ্রি. সালে গ্রস প্রফিট হবে ৫,৪৬,৩৬,০০০ টাকা দেখিয়ে) প্রকল্প ঋণের কিস্তি বাবদ ২,৩৪,৬৪,০০০ টাকা পরিশোধ করবে দেখানো হয়েছে, এখানেও তিনি কিস্তি পরিশোধ করেন নাই, ফলে তিনি যে স্বভাবজাত খেলাপী তার কোন সন্দেহ নাই। গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের সামর্থ্য আছে, কিন্তু তিনি কিস্তি পরিশোধ করেন না। এখানে শাখার তদারকীর অভাব রয়েছে। যে বিষয়টির দায় ব্যাংক কর্মকর্তাগণ এড়িয়ে যেতে পারেন না।

(২) নোটের পৃষ্ঠা নং-১২০ এর ২২ ক্রমিকের ৬ নং হতে দেখা যায় আলোচ্য কোম্পানী, পরিচালক ও উহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ১৮১৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ দায় রয়েছে, যা মন্দ/কুমাণে শ্রেণিকৃত। গ্রাহকের অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখায় এস এন জেড প্রাস্টিক ওয়্যার লিমিটেড নামে সিসি(হাইপোঃ) ঋণ রয়েছে। গ্রাহক সেখানেও খেলাপী। এতে প্রতীয়মান হয় গ্রাহক বাস্তবেই স্বভাবজাত খেলাপী।

(৩) ১৪/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে উপস্থাপিত নোটের পৃষ্ঠা নং-১১৪-১২১ হতে দেখা যায় স্বভাবজাত খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায় করার আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দীর্ঘদিন পর পুনঃতফসিল প্রক্রিয়া করা হয়েছে। যা সোনালী ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিল নীতামালা-২০১৭ এর ১.০২ এর পরিপন্থী। কারণ গ্রাহক অভ্যাসগত ঋণ খেলাপী। এ ধরনের খেলাপী গ্রাহকের ঋণ পুনঃতফসিল না করে আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট : ০৫

অনুচ্ছেদ : ০৬

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা

নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুবিধা প্রদানের শর্ত পরিপূর্ণ না করা সত্ত্বেও উহা বাতিলপূর্বক টাকা আদায়ের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এর বিবরণ-

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	মঞ্জুরি পুন-তফসিলের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সীমা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	মেসার্স সুপ্রীম জুট এন্ড নীটেক্স লিমিটেড কারখানা-দেহরা, সাভার, ঢাকা। অফিস- বাড়ী নং-৯৮, রোড নং-৯এ (নতুন) ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা।	(ক)সিসি (হাইপোঃ), ব্লক (খ) চলতি মূলধন	১৪/১২/২০১৪ ০২/০৭/২০১৭ ২০/০৯/২০১৬	৩১/১২/২০১৯ ০৩/১১/২০২২ ৩১/০৮/২০১৭	২৪,০০,০০,০০০ ২৪,০০,০০,০০০ ৪৮,০০,০০,০০০

কিস্তি আদায়যোগ্যের তারিখ	কিস্তির পরিমাণ	ঋণের প্রকার ও হিসাব নং	৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আদায়ের বিবরণ		
			আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা	মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত টাকা
৭	৮	৯	১০	১১	১২
জানুয়ারি/২০১৭	২,৮৫,০০,০০০	(ক) সিসি (হাইপোঃ), ব্লক	০৮টি	২২,৮০,০০,০০০	২,১৫,০৭,৯৩৩
০৩/০২/২০১৭	১,৫৯,০৬,০০০		০৮টি	১২,৭২,৪৮,০০০	৩৩,৬২,৭৬৯
-	-			মোট=	২,৪৮,৭০,৭০২
-	-	(খ) চলতি মূলধন	-	-	-

লেজারস্থিতি ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. (অনারোপিত সুদ ব্যতীত)				
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	মোট	মন্তব্য
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
-	-	-	-	২০১৪ খ্রি. সালে ব্লক সুবিধায় ৫ বছর ও ২০১৭ খ্রি. সালে ৮ বছর মেয়াদ হওয়ায় কিস্তির পরিমাণ কমে গিয়াছে। তাই একই ঋণকে দুটি সুবিধায় দেখানো হলো।
২৩,৫০,৯২,৬৭৬	৫,৮৪,২০,৭৮৪	৫০,০০০	২৯,৩৫,৬৩,৪৬০	
-	-	-	-	
৪৭,৯৯,০৪,১৬৭	৭,২৬,০৩,৫৩২	৪৯,৭৩০	৫৫,২৫,৫৭,৪২৯	
		সর্বমোট	৮৪,৬১,২০,৮৮৯	

(কথায় : চুরাশি কোটি একষট্টি লক্ষ বিশ হাজার আটশত ঊননব্বই টাকা মাত্র)

● জামানতসহ-জামানতের বিবরণ-

জামানতসহ জামানতের বর্ণনা (ব্যাংকের বর্ণনামতে-প্রমাণক সংযুক্ত)	মন্তব্য
(ক) সহ-জামানত ভূমি-১০৪৯.৫০ শতাংশ ৫৬,২২,০০,০০০ (খ) দালান ও পুরকর্ম- ৯,৩৫,০০,০০০ (গ) যন্ত্রপাতি- ১৪,৪০,০০,০০০ মোট=৭৯,৯৭,০০,০০০	৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) গ্রাহকের দায়ের পরিমাণ ৮৪,৬১,২০,৮৮৯ এবং সহ-জামানত রয়েছে ৭৯,৯৭,০০,০০০ টাকার।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা
নিরীক্ষা সাল : ২০১৭

বিষয় : সহ-জামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ফলে গ্রাহকের নিকট হতে শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ক্ষতিতে পরিণত এর বিবরণ :

নং	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	ঋণের বিবরণ	মঞ্জুরির তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	ঋণ সীমা	লেজারস্থিতি ০৭/০৭/২০১৯ খ্রি.
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মেসার্স জেএম ডিজিটাল বিজনেস লিমিটেড, মন্দিরনগর, মনিরামপুর, যশোর।	(ক) প্রকল্প ঋণ (ফিডমিল ইউনিট)	৫/০৮/২০১০	-	৯,১৪,২৭,০০০	৯,২৪,২৫,০৯৩
		(খ) প্রকল্প ঋণ (ফিশ কালচার, ডেইরি ইউনিট)		-		৫,৫১,৪৫,৮৫৭
		(গ) আইডিসিপি	৫/০৮/২০১০		৬১,৭৩,০০০	১২,১৩,০০৭
		মোট=				
		(ঘ) চলতি মূলধন ঋণ (হাইপোঃ) ফিডমিল ইউনিট	২৭/১০/২০১০	-	২,৫৬,০০,০০০	২,০৫,৮৩,৭৩৬
		(ঙ) চলতি মূলধন ঋণ (হাইপোঃ) ফিশ কালচার ডেইরি ইউনিট		-		৮৪,৮৯,৩৮৭
				সর্বমোট=		১৭,৭৮,৫৭,০৮০
(কথায় : সতের কোটি আটাত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার আশি টাকা মাত্র)						

● সহ-জামানতের বিবরণ-

জামানতসহ জামানতের বর্ণনা (ব্যাংকের বর্ণনামতে-প্রমাণক সংযুক্ত)	মন্তব্য
(ক) সহায়ক জামানত ভূমি-১০২৬.২৫শতক ৯৭,৮৮,১২৫ (খ) দালান ও পুরকর্ম ৫,৪৮,৯১,০০০ (গ) যন্ত্রপাতি ৪,১৫,১২,০০০ মোট=১০,৬১,৯১,১২৫	● ১৪/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখে মাত্র ১৮৪.৩৬ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতেই জামানত ঘাটতি ছিল ৮৬.৪৮ লক্ষ টাকা। সর্বশেষ উক্ত দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,৭৮,৫৭,০৮০ টাকা। উক্ত দায়ের বিপরীতে (সহ-জামানত জমি অতিমূল্যায়ন করা সত্ত্বেও) ব্যাংকের বর্ণনামতে সহ-জামানত রয়েছে ১০,৬১,৯১,১২৫ টাকা অর্থাৎ দায় অপেক্ষা জামানত ঘাটতি রয়েছে ৭,১৬,৬৫,৯৫৫ টাকা।

পরিশিষ্ট : ০৭

অনুচ্ছেদ : ০৮

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার অফিস, কুমিল্লা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫টি শাখা।

নিরীক্ষা সাল : ২০১৫-২০১৮ খ্রি.

বিষয় : প্রকল্প পরিচালনার জন্য বিতরণকৃত চলতি মূলধন ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষা বছর	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার অফিস, কুমিল্লা	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	-	
০২.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সরাইল শাখা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	-	
০৩.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শাহরাস্তি শাখা, চাঁদপুর	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	-	
০৪.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	-	
০৫.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চাঁদপুর শাখা, চাঁদপুর	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	২২,২৯,০১,৬২৮	
০৬.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোমনা শাখা, কুমিল্লা	২০১৫-২০১৮ খ্রি.	-	
		সর্বমোট=	২২,২৯,০১,৬২৮	
(কথায় : বাইশ কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ এক হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা)				

অনুচ্ছেদ : ০৯

বিষয় : অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে গৃহ নির্মাণ ঋণের পাওনা স্থিতি আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি টাকার বিবরণ :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	স্বাক্ষরের ধরণ	স্বাক্ষণ হিসাব নং	জন্ম তারিখ
১	২	৩	৪	৫
০১	জনাব মোঃ রতন আলী, পিও ক্যাশ	গৃহনির্মাণ	৪৩০৫৬৩০০০০০৭৭	৩১/১২/১৯৫৯
০২	জনাব আব্দুল জলিল, অফিসার, অফিসার ক্যাশ	„	৪৩০৫৬৩০০০০১২১	০১/০১/১৯৫৫

[illegible]

পরিশিষ্ট : ০৯

অনুচ্ছেদ : ১০

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কালাইশাখা, জয়পুরহাট
নিরীক্ষা সাল: ২০১৫-২০১৮

বিষয় : অনিয়মিতভাবে মর্টগেজ সম্পাদন এবং প্লেজ গুদামের মালামাল সরানোর জন্য ঋণটি মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	সুপারিশকারী এবং মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি
১	২	৩	৪	৫
১	মে/ মোল্লা চাউল কল, প্রোঃ এনামুল হক মোল্লা	সিসি(প্লেজ)	১ম- ৪৯০৩,০৫/১১/০৯ শেষ- ১৪২, ১১/০১/১২	১. মোঃ হাসানুজ্জামান, এজিএম ২. শাহা আলী , ব্যবস্থাপক
২	মে/ মোল্লা চাউল কল, প্রোঃ এনামুল হক মোল্লা	সিসি(হাই পোঃ)	১ম- ৪৯০৩,০৫/১১/০৯ শেষ- ১৪২, ১১/০১/১২	১. মোঃ হাসানুজ্জামান, এজিএম ২. শাহা আলী , ব্যবস্থাপক

সুদের হার	অনুমোদিত লিমিট (লক্ষ)	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
৬	৭	৮	৯	১০
১৪%	১০০.০০	৭৪,৬৮,৭৭৩	০২/০১/১২	২৫/১২/১২
১৪%	১০০.০০	১,০০,০০,০০০	০২/০১/১২	২৫/১২/১২

০৭/০২/২০ তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য টাকা			মোট টাকা (১১+১২+১৩)	০৭/০২/২০ তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকা			মোট টাকা (১৫+১৬+১৭)
আসল	সুদ	অন্যান্য		আসল	সুদ	অন্যান্য	
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭৪,৬৮,৭৭৩	৭,৩৮,৫৮৮	১০,৫০০	৮২,১৭,৮৬১		২,০০০		২,০০০
১,০০,০০,০০০	৩০,৬৩,১০১	৫১,০০০	১৩,১১,৪১০১		২,৬২,০৪৩		২,৬২,০৪৩

০৭/০২/২০ তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ি টাকা			মোট টাকা (১৯+২০+২১)	জামানতের বিবরণ	মামলা নং ও তারিখ	মন্তব্য
আসল	সুদ	অন্যান্য				
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৭৪,৬৮,৭৭৩	৭,৩৬,৫৮৮	১০,৫০০	৮২,১৫,৮৬১	১০.৪৭ একর জমি	৩/১৩ ১২/০৯/১৩	
১,০০,০০,০০০	২৮,০১,০৫৮	৫১,০০০	১,২৮,৫২,০৫৮			
সর্বমোট			২,১০,৬৭,৯১৯			
(কথায় : দুই কোটি দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত উনিশ টাকা ।)						

বিঃদ্রঃ- উল্লিখিত সময়ে জনাব নিপেন্দ্র কৃষ্ণ পাল, প্রিন্সিপাল অফিসার, শাখা ব্যবস্থাপক কালাই শাখা, জয়পুরহাট, মোঃ সাইফুল ইসলাম, পাহারাদার, মতলুবর রহমান, গোডাউন কিপার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কর্পোরেট শাখা, বগুড়া

নিরীক্ষা সাল : ২০১৫-২০১৮

বিষয় : কৃষি খামার কর্মসূচির আওতায় মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড এর অনুকূলে প্রকল্প এবং চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) ঋণ প্রদানকরত তদারকির অভাবে আদায় না করায় মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় অনাদায়ের বিবরণ :

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র পত্র নং ও তারিখ	সুপারিশকারী এবং মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
১.	মেসার্স উইলো পোলট্রি এন্ড হ্যাচারী লিমিটেড	৮৬৫৯ সিসি (হাইপোঃ)	২৯৫০, ৩০/০৬/১৭	জিএম অফিস ও ব্যাংক কর্মকর্তা
২.	ঐ	৮৬৪২ প্রকল্প	৩১/০৫/১২	

সুদের হার	অনুমোদিত লিমিট	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণ বিতরণের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
৬	৭	৮	৯	১০
-	১২০.০০ লক্ষ	১,১৯,৯৩,৫৫৫	৩০/০৬/১৭	২৯/০৬/১৮
-	২৮৮.০০ লক্ষ	২,৬১,৬৬,২৬১	৩১/০৫/১২	

১২/১২/১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য টাকা			মোট টাকা		১২/১২/১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকা			মোট টাকা	
আসল	সুদ	অন্যান্য			আসল	সুদ	অন্যান্য		
১১	১২	১৩	১৪		১৫	১৬	১৭	১৮	
১,১৯,৯৩,৫৫৫	১১,৬৬,০৭৬		১,৩১,৫৯,৬৩০						
২,৬১,৬৬,২৬১	২,৭৬,৮৮,৭০২	-	৫,৩৮,৫০,৯৬৩		-	১,৬১,৩৫,০২৭	-	১,৬১,৩৫,০২৭	

১২/১২/১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী টাকা			মোট টাকা	জামানতের বিবরণ	মামলা নং ও তারিখ	মন্তব্য
আসল	সুদ	অন্যান্য				
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
১,১৯,৯৩,৫৫৫	১১,৬৬,০৭৬		১,৩১,৫৯,৬৩১			
২,৬১,৬৬,২৬১	১,১৫,৮৯,৬৭৫	-	৩,৭৭,১৫,৯৩৬	৩.৩৩ একর জমি	-	-
সর্বমোট			৫,০৮,৭৫,৫৬৭			
(কথায় : পাঁচ কোটি আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত সাতষট্টি টাকা।)						

তারিখ : ২৯.১১.১৮২৮ বঙ্গাব্দ
১৮.০৩.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ


মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

এস এম স্নেহজী
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাংসংসং-২০২১-২২/২৮৩৭(এ-৭)/৬৬৫ বই, ২০২১ খ্রিঃ।